ডা: রাজন শংকরন

দি সোল অব রেমিডিজ

হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা

অনুবাদক ডা: এস. হাসান

সূচিপত্র

১. একোনাইটাম (Aconitum)	১৫
২. এলুমিনা (Alumina)	১৯
৩. এমব্রাগ্রেসিয়া (Ambra grisea)	২৩
৪. এনাকার্ডিয়াম (Anacardium orientale)	২৬
৫. এনহেলোনিয়াম (Anhalonium)	২৯
৬. এন্টিমোনিয়াম ক্রুডাম (Antimonium crudum)	৩১
৭. আর্জেন্টাম মেটালিকাম (Argentum metallicum)	৩৪
৮. আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম (Argentum nitricum)	৩৯
৯. আর্সেনিকাম এল্বাম (Arsenicum album)	৪৪
১০. অরাম মেটালিকাম (Aurum metallicum)	৪৭
১১. ব্যারাইটা আর্সেনিকোসা (Baryta arsenicosa)	৫২
১২. ব্যারাইটা কার্বনিকা (Baryta carbonica)	৫৩
১৩. ব্যারাইটা ফসফরিকা (Baryta phosphorica)	৫৭
১৪. ব্যারাইটা সালফুরিকা (Baryta Sulphurica)	৫৮
১৫. বেলেডোনা (Belladonna)	৫৯
১৬. ব্রাইওনিয়া (Bryonia)	৬২
১৭. বিউফো রানা (Bufo rana)	৬৪
১৮. ক্যালকেরিয়া আর্সেনিকোসা (Calcarea arsenicosa)	৬৬
১৯. ক্যালকেরিয়া ব্রোমেটা (Calcarea bromata)	৬৮
২০. ক্যালকেরিয়া কার্বনিকা (Calcarea carbonica)	৭০
২১. ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা (Calcarea fluorica)	৭৫
২২. ক্যালকেরিয়া আয়োডেটা (Calcarea iodata)	৭৯
২৩. ক্যালকেরিয়া ফসফরিকা (Calcarea phosphorica)	৮১
২৪. ক্যালকেরিয়া সিলিকেটা (Calcarea silicata)	৮৩
২৫. ক্যালকেরিয়া সালফুরিকা (Calcarea sulphurica)	৮৭
২৬. ক্যানাবিস (Cannobis)	৯০
২৭. ক্যান্থারিস (Cantharis)	৯৩

২৮. কার্সিনোসিনাম (Carcinosinum)	৯৫
২৯. কস্টিকাম (Causticum)	৯৮
৩০. চায়না অফিসিন্যালিস (China officinalis)	১০১
৩১. চকোলেট (Chocolate)	১০৫
৩২. সিকুটা ভিরোসা (Cicuta virosa)	১০৭
৩৩. সিনা (Cina)	১০৯
৩৪. কোকা (Coca)	১১১
৩৫. ককুলাস ইন্ডিকা (Cocculus indicus)	১১৩
৩৬. কফিয়া ক্রুডা (Coffea cruda)	১১৫
৩৭. ক্রোকাস স্যাটাইভা (Crocus sativus)	১১৭
৩৮. কুপ্রাম মেটালিকাম (Cuprum metallicum)	১২০
৩৯. সাইক্লামেন (Cyclamen)	১২৩
৪০. ড্রসেরা (Drosera)	১২৬
৪১. ইলাপ্স কোরালিনাস (Elaps corallinus)	১২৯
৪২. ফেরাম মেটালিকাম (Ferrum metallicum)	১৩১
৪৩. ফ্লোরিকাম এসিডাম (Fluoricum acidum)	১৩৪
৪৪. জেলসিমিয়াম (Gelsemium)	১৩৭
৪৫. গ্রাফাইটিস (Graphites)	১৩৯
৪৬. হেলিবোরাস নাইজার (Helleborus niger)	১৪২
৪৭. হিপার সালফুরিস (Hepar sulphuris calcareum)	১৪৪
৪৮. হিপোমেনেস (Hippomanes)	১৪৭
৪৯. হুরা ব্রাজিলিয়েনসিস (Hura braziliensis)	১৪৯
৫০. হাইওসিয়েমাস নাইজার (Hyoscyamus niger)	১৫৩
৫১. ক্যালি আর্সেনিকাম (Kali arsenicosum)	১৫৮
৫২. ক্যালি কার্বনিকাম (Kali carbonicum)	১৬০
৫৩. ক্যালি আয়োডেটাম (Kali iodatum)	১৬৪
৫৪. ক্যালিফসফরিকাম (Kali phosphoricum)	১৬৬
৫৫. ক্যালি সালফুরিকাম (Kali sulphuricum)	১৬৯
৫৬. ল্যাক ক্যানিনাম (Lac caninum)	১৭১
৫৭. ল্যাক ডিফ্লোরেটাম (Lac defloratum)	১৭৫

৫৮. ল্যাকেসিস (Lachesis)	১৭৭
৫৯. লিলিয়াম টিগ্রিয়াম (Lilium tigrinum)	১৮০
৬০. লাইকোপডিয়াম ক্ল্যাভেটাম (Lycopodium clavatum)	১৮৩
৬১. লাইসিনাম (Lyssinum)	১৮৯
৬২. ম্যাগনেশিয়াম কার্বনিকাম (Magnesium carbonicum)	১৯৪
৬৩. ম্যাগ্নেশিয়াম মিউরিয়েটিকাম (Magnesium muriaticum)	১৯৮
৬৪. ম্যাগ্নেশিয়াম সালফুরিকাম (Magnesium sulphuricum)	২০১
৬৫. ম্যাঙ্গানাম (Manganum)	২০৪
৬৬. মেডোরিনাম (Medorrhinum)	২০৭
৬৭. মার্কুরিয়াস্ সলুবিলিস (Mercurius solubilis)	২১১
৬৮. ন্যাজা (Naja)	২১৬
৬৯. ন্যাট্রাম কার্বনিকাম (Natrum carbonicum)	২১৯
৭০. ন্যাট্রাম মিউরিয়েটিকাম (Natrum muriaticum)	২২৪
৭১. ন্যাট্রাম সালফুরিকাম (Natrum sulphuricum)	২২৮
৭২. নিকোলাম (Niccolum)	২৩১
৭৩. নাইট্রিকাম এসিডাম (Nitricum acidum)	২৩৩
৭৪. নাক্সভোমিকা (Nux vomica)	২৩৬
৭৫. প্যালাডিয়াম (Palladium)	২৩৯
৭৬. প্যারিস কোয়াড্রিফলিয়া (Paris quadrifolia)	২৪১
৭৭. ফসফরিকাম এসিডাম (Phosphoricum acidum)	২৪৩
৭৮. ফসফরাস (Phosphorus)	২৪৫
৭৯. পিক্রিকাম এসিডাম (Picricum acidum)	২৪৯
৮০. প্ল্যাটিনাম (Platinum)	২৫১
৮১. প্লাম্বাম মেটালিকাম (Plumbum metallicum)	২৫৫
৮২. পালসেটিলা (Pulsatilla)	২৫৭
৮৩. রিউম (Rheum)	২৬০
৮৪. রাস টক্সিকোডেনড্রন (Rhus toxicodendron)	২৬২
৮৫. রিং ওয়ার্ম (Ringworm)	২৬৭
৮৬. সেলেনিয়াম (Selenium)	২৬৯
৮৭. সিপিয়া (Sepia)	২৭১

৮৮. সাইলিসিয়া (Silicea)	২৭৫
৮৯. স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া (Staphysagria)	২৮১
৯০. স্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium)	২৮৯
৯১. স্ট্রনসিয়াম কার্বনিকাম (Strontium carbonicum)	২৯৪
৯২. সালফার (Sulphur)	২৯৬
৯৩. সালফুরিকাম এসিডাম (Sulphuricum acidum)	২৯৯
৯৪. ট্যারেন্টুলা হিসপ্যানিকা (Tarentula hispanica)	৩০১
৯৫. থেরিডিয়ন (Theridion)	৩০৪
৯৬. থুজ অক্সিডেন্টালিস (Thuja occidentalis)	৩০৬
৯৭. টিউবারকুলিনাম (Tuberculinum)	৩১০
৯৮. ভিরেট্রাম এল্বাম (Veratrum album)	৩১৪
৯৯. ভায়োলা অরডেটা (Viola odorata)	৩১৭
১০০. জিঙ্কাম মেটালিকাম (Zincum metallicum)	৩১৮

পরিশিষ্ট

১. মায়াজম	৩২২
➤ খনিজ জগৎ	৩৪১
➤ উদ্ভিদ জগৎ	৩৪৭
➤ প্রাণী জগৎ	৩৪৬
➤ নোসডস	৩৪৯
➤ সারকোডস	৩৪৯
➤ ইমপনডেরাবিলিয়া	৩৪৯
২. ওষুধের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিভাগ	৩৪১

১
একোনাইটাম
(Aconitum)

একোনাইটাম নেপেলাস একটি উদ্ভিদ।

এ থেকে তৈরি ওষুধটি একিউট মায়াজমের এবং প্রকৃত বিচারে আমাদের সবগুলো ওষুধের মধ্যে সবচাইতে একিউট।

একোনাইটের প্রধান অনুভূতিটি হচ্ছে হঠাৎ প্রচণ্ড হুমকি, হুমকিটি বাইরে থেকে, যা আসে যেমন হঠাৎ তেমনি হঠাৎই চলে যায়। ঐ সময়ের জন্য রোগী, যে নাকি অন্য সময় মূলত ধীরস্থির শান্ত প্রকৃতির, সে প্রচণ্ড অস্থির, আতঙ্কগ্রস্ত এবং বিচলিত হয়ে যায়। এ ধরনের হঠাৎ হুমকিপূর্ণ অনুভূতি দেখা যায় ব্যস্ত সড়কে হাঁটাকালে, দুর্ঘটনার ভয়, শ্বাসরোধ হবার ভয়, মৃত্যুর একটা পূর্বাভাস এবং একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস যে তার মৃত্যু হতে যাচ্ছে। মানসিকভাবে এ বিষয়টি মৃত্যুভয়, উদ্বেগ এবং অস্থিরতা রূপে প্রকাশিত হয়। ঐ সময় দেহমণ্ডলে আমরা যে লক্ষণগুলো পাই তা হচ্ছে, দ্রুত নাড়ি, বুক ধড়ফড়ানি এবং মুখে আরক্তিমতা এবং পর্যায়ক্রমে ফ্যাকাশে ভাব ইত্যাদি।

একোনাইটাম উত্তেজনাপ্রবণ। রোগী হঠাৎ করেই দপ করে উঠে, খুব সহজে ভয় পেয়ে যায়। পাশাপাশি ব্যথা থাকতে পারে, এ উত্তেজনা দেখা দেবে হঠাৎ এবং প্রচণ্ডভাবে, প্রচণ্ড অস্থিরতাবোধ, একটি তরুণ আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিক্রিয়া। একোনাইটের প্রধানতম উপাদান হচ্ছে স্নায়বিক উত্তেজনাপ্রবণতা। একোনাইট প্রেসক্রাইব করতে আমরা অবশ্যই একজন উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিই খুঁজবো, ঠাণ্ডা প্রকৃতির কাউকে নয়; যে কোন কিছুই সহজভাবে নিতে পারে না, সবকিছু তাকে উত্তেজিত করে তোলে। এখানে এসে এই ওষুধটি নাক্স ভোমিকার খুব কাছে চলে আসে, একই সাথে ক্যামোমিলা, স্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কফিয়া এবং

গ্রাফাইটিসও মনে হতে পারে। তার একোনাইট হচ্ছে এসবগুলোর মধ্যে অস্থিরতম।

এখানে উদ্বেগযুক্ত অস্থিরতা আছে। Pierre Schmidt এ ওষুধকে উদ্বেগযুক্ত অস্থিরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে অনুভব করেছেন। নাক্স ভূমিকা, স্ট্যাফিসাইগ্রিয়া, কফিয়া বা ইগ্নেশিয়াতে অস্থিরতা নেই। একোনাইট একেবারেই স্থির বসে থাকতে পারে না। সে নড়াচড়া করতে থাকে। আর্সেনিকের মত, রাসটক্সেও এমনটা আছে। তবে এর তীব্রতা খুব বেশি, প্রবল, হঠাৎ এবং তরুণ। এটা হচ্ছে উত্তেজনায় হঠাৎ বিস্ফোরণ, ভয় বা উদ্বেগের সাথে প্রবল অস্থিরতা। সে জানে না কোথায় যাবে বা কি করবে, তার মনটি তখন ভয় এবং উদ্বেগের অধীনে চলে যায়। যেমন হঠাৎ করে কোন জানান না দিয়ে ঐ অবস্থাটি সৃষ্টি হয়েছিল সেভাবেই এই সম্পূর্ণ অবস্থা চলে যায়, হঠাৎ করেই।

একোনাইট ভিড় এড়িয়ে চলে, রাস্তা অতিক্রম করা বা অন্য কোন অবস্থা এদের মনকে উত্তেজিত করে তোলে। প্রুভিং বলে, "যেখানে কোন উত্তেজনা আছে সেখানে যেতে ভয়"। সামান্য কারণেই হঠাৎ, গভীর ভয়, এটি এই ওষুধের বৈশিষ্ট্য। এই ভয় ক্যালকেরিয়ার মত নিরাপত্তাহীনতা বোধ নয় বা স্ট্র্যামোনিয়ামের মত ত্রাসসম্ভূত ভীতি নয়, অথবা স্বাস্থ্য সম্পর্কে নাইট্রিক এসিড, ক্যালি আর্স ও আর্সেনিকের যে উদ্বেগ তেমনও নয়। এটি একটি অত্যন্ত গভীর, হঠাৎ নিয়ন্ত্রণহীন আতঙ্ক অবস্থা- যা বেশ খানিকটা প্রচণ্ড- যার শেষ মৃত্যু। রুব্রিকটি "প্রচণ্ড মৃত্যু ভয়"। কিন্তু আমি আগে যেমনটি বলেছি, এটি একোনাইটের স্থায়ী অবস্থা নয়। উত্তেজনার অবস্থা। এই অবস্থা চলে গেলেই একেবারে স্বাভাবিক হয়ে যায়। তবে স্বাভাবিক অবস্থাতেই, একোনাইট এস্ত থাকে। প্রুভিং-এ বলা হয়েছে "সে সবকিছু তাড়াতাড়ি করে, বাড়ির ভিতরে দৌড়াদৌড়ি করে।" তার কথা বলা চটজলদি, উত্তেজনায় ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে : "চরম অধৈর্য", "কোন কিছু সম্মুখে ভাবা মত জিনিসটি তাৎক্ষণিক চায়; এর মধ্যে অন্য একটি ভাবনা ঢুকে যায়, তার পরিবর্তে আরেকটি, পরে আরেকটি এরকম চলতে থাকে।"

উত্তেজনাপ্রবণতা তাকে প্রফুল্ল রাখে, হাসে, গান গায়, নাচে। কিন্তু আবার সামান্য কারণেই তার এই উৎফুল্লতা উদ্বেগে পরিণত হতে পারে। "মেজাজে পর্যায়শীল বিপরীত ধরনের আক্রমণ" "থেকে থেকে মনোভাব" একোনাইটের এই উৎফুল্লতা দিয়ে তাকে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম এবং আর্সেনিকাম থেকে পৃথক করা যায়। উত্তেজনামূলক উৎফুল্লতার এমন পর্যায়গুলো পরে উল্লিখিত ওষুধগুলোতে পাওয়া যায় না।

এখন হয়ত সে খুব উত্তেজিত, প্রচণ্ড প্রতিবাদ করলে অধৈর্য, চেঁচিয়ে উঠে, বকাবকি করে কিন্তু খুব দ্রুতই সে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এটি ঘটে সেই হঠাৎ উত্তেজনাপ্রবণতা গুণটির জন্য। এখানে চরম বিষণ্নতার কোন পর্বও থাকতে পারে। যা হয়ত সে কেবলই অতিক্রম করেছে, এর সাথে থাকে রাগ, অস্থিরতা এবং একোনাইটের কোনানী, গোঙ্গানি থাকে।

ঘুমের কিছু লক্ষণও আছে, বোবায় ধরা এবং ঘুমের মধ্যে কথা বলা। স্বপ্নগুলো উদ্বেগ এবং অলৌকিক ক্ষমতার। ঘুম উদ্বেগের, অস্থির, ঘুমের মধ্যে অবিরত নড়াচড়া করে, এপাশ ওপাশ করে, চমকে উঠে। একোনাইট সালফারের পরিপূরক ওষুধ।

<u>দৈহিক সহগামী লক্ষণগুলো হচ্ছে ঃ</u>

- মুখোভঙ্গি, উদ্বেগপূর্ণ, ভয়ার্ত।
- পিপাসার্ত, জ্বালাযুক্ত।
- উত্তাপ, হাতের তালু।
- বর্ণবিকৃতি, গাল লাল।
- ঘাম, অনাবৃত অঙ্গগুলোতে।
- আকাঙ্ক্ষা : বিয়ার, তিক্ত পানীয়, টক।
- চিৎ হয়ে দুই হাত মাথার নিচে দিয়ে ঘুমায় বা বসার ভঙ্গিতে ঘুমায়।
- মাথা সামনের দিকে ঝোকানো থাকে, পার্শ্ব চেপে শুতে পারে না।
- উদ্বেগের সাথে প্রচণ্ড বুক ধড়ফড়ানি।
- মুখমণ্ডল লাল-উত্তপ্ত।
- শ্বাসপ্রশ্বাস অবদমিত।

- পাগুলোতে দুর্বলতা বোধ।
- ঝোঁকানি, গোঙ্গানি, জোরে আর্তচিৎকার করে বা কান্না করে।
- সহজেই শব্দে চমকে উঠে।
- উত্তাপ এবং বিবর্ণতা, সামান্য উত্তেজনাতেই মুখমণ্ডল লাল হয়ে যায়।

<u>রুব্রিক্স ঃ</u>

- আত্মহারা, হয়ে যায়।
- আত্মহারা, উদ্বেগ থেকে।
- মৃত্যু, যেন মরে যাচ্ছে।
- উত্তেজনা, স্নায়বিক।
- মনোভাব, পরিবর্তনশীল।
- কথা বলা, হুর হুর করে।

<u>ফাটক ঃ</u>

- ক্রোধে উন্মত্ত, ধর্মান্ধ, ব্যথায় পাগল প্রায়।

২
এলুমিনা
(Alumina)

এলুমিনা হচ্ছে ধাতব এলুমিনিয়ামের অক্সাইড। পিরিয়ডিক টেবিলে এলুমিনা গ্রুপ-III এর অন্তর্ভুক্ত এবং বোরনের সহযোগী (যা থেকে বোরাক্স ওষুধটি তৈরি)।

এলুমিনা অন্যতম প্রধান একটি এন্টিসিফিলিটিক ওষুধ, একই রকম এন্টিসিফিলিটিক হচ্ছে সিফিলিনাম, অরাম এবং মার্কুরিয়াস। সিফিলিনামে মোটেই আশা থাকে না, রোগী সম্পূর্ণ হতাশ, অথচ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এই আশা থাকাটি অতি জরুরি একটি বিষয়। ফাটক উল্লেখ করেন : "আরোগ্যের বিষয়ে হতাশ"- সম্পূর্ণ হতাশাগ্রস্থতা।

কাজেই সিফিলিনাম হচ্ছে মৃত্যু এবং ধ্বংসের একটি ওষুধ, এরা আত্মঘাতী বা হত্যাকারী হতে পারে। মার্কুরিয়াসে, ব্যক্তির স্বাধীনতা, যা জীবনের জন্য আরেকটি অপরিহার্য উপাদান, যা কেড়ে নেয়া হয়েছে, এজন্য সে বিপ্লবী, অবাধ্য, হত্যাকারী বা আত্মহত্যাকারী হয়। এর পরে যে বিষয়টি আসে তা হচ্ছে সমাজে আপনার গ্রহণযোগ্যতা প্রয়োজন, কিছুটা ধর্মীয় অনুভূতি থাকা প্রয়োজন, আপনি তা মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন, আপনি অরাম হয়ে পাচ্ছেন এরাও আত্মহত্যাপ্রবণ। এলুমিনাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্ত্বা কেড়ে নেয়া হয়েছে, এদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে।

এলুমিনা ব্যক্তিদের পরিচয় এতটাই চাপা পড়ে গেছে যে ভুলেই গেছে সে কে এখন। সে এত বিভ্রান্ত কারণ কেউ একজন তাকে এমন রূপ দিতে চাচ্ছে যা সে নয়। আমাদের মেটেরিয়া মেডিকার মধ্যে নিজের পরিচয় সম্পর্কে বিভ্রান্তির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ এটি/এলুমিনা অবস্থা কিভাবে সৃষ্টি হয় তা উদাহরণের মাধ্যমে বলা যায়- মা বাবা ও সন্তানের মধ্যের দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে শিশুটির আত্মস্বত্বার স্বীকৃতি থাকে না।

শিশু যাই করে, তারা বলে, "না এটা না।" তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পরিচয় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। শিশু যাই বলুক তা ঠিক না- "তুমি কেউ না, তুমি কিছুই জান না।" এ থেকে আসে নৈরাশ্য। "কি করতে হবে আমি তা জানি না। আমি কি তা আমি জানি না, আমি কে তাও জানি না। এমনকি, আমি জানি না কি চাই, আমি কি হতে চাই। আমি এত ছোট, কাজেই আমি ভীরু এবং বাবা মার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।"

"সিদ্ধান্তহীনতা, ভীরুতা এবং ভয়", এলুমিনা এই রুব্রিকের অধীন। "ভ্রান্তি, মাথাটি অন্য কারো।" এমনকি রোগী জানে না কার মাথা সে ধারণ করছে। সে অনুভব করে যেন তার ভাবনাটি অন্য কেউ ভাবছে, সে নিজের জন্য ভাবতে পারে না। সে অনুভব করে যেন অন্য কেউ শুনছে বা অন্য কেউ কথা বলছে, সে নিজে না। তার প্রকৃত পরিচয় চাপা পড়ে গেছে, দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তাই সে অন্যে যেমন চাচ্ছে তেমন ছাঁচে নিজেকে গড়ে তুলছে।

অনেক সময় বাবা-মার নিয়ন্ত্রণ এতটাই প্রবল যে শিশু তার অস্তিত্ব পরিচয় হারিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে যায়, উদাহরণ হিসেবে তারা কারো হাত চেপে ধরে, বা আবেগতাড়িত সন্ত্রাসী কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে। এলুমিনা ব্যর্থ হলে, সেখানে প্রচণ্ডরকমভাবে বেপরোয়া ভাব জন্মে, যা আত্মহত্যা পর্যন্ত চলে যেতে পারে। "নিজেকে গুলি করার মত ক্ষতিকর তাড়না।" "নিজেকে নিজে কেটে ফেলার প্রণোদনা যদিও এ ধরনের ধারণাকে এরা ঘৃণা করে।" এটি আবেগের তাড়না, ধ্বংস কামিতা, সিদ্ধান্তহীনতা, ভীরুতা এবং ভয় এসব দেখায়।

এলুমিনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে বড় বিষয়। তার অসংখ্য সমস্যা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে- দেহের নিয়ন্ত্রণ, পায়ের তাড়না, নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয়। যেহেতু মানসিক ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে (লক্ষণ "দুর্বল ইচ্ছাশক্তি") কাজেই পেশিগুলোর ইচ্ছাশক্তিও চলে গেছে। এজন্য সে ঠিকভাবে নড়াচড়াও করতে পারে না, তার ভারসাম্য ঠিক নেই। একই সময়, এলুমিনা অবস্থার নিয়ন্ত্রণে থাকতে চায়। যেহেতু এটি খনিজ, তাই এখানে সংগঠিতকরণ এবং খুঁতখুঁতেপনার একটা উপাদান রয়েছে।

একটি মানুষ, যে তার পরিচিতি হারিয়ে ফেলেছে, তাকে সবকিছু কোন না কোনভাবে ঠিকঠাকমত সম্পন্ন করতেই হবে, নইলে তার কাছে বিষয়টি

সম্পূর্ণভাবে অবমাননাকর বা শেষ হয়ে যাবার মত মনে হবে। সে অনুভব করে, তার সত্ত্বাকে বজায় রাখার জন্য তাকে দৃঢ় এবং কঠিন হতে হবে, এভাবে একটি অবস্থাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করলে, এলুমিনা রোগী শান্ত, শক্ত এবং দৃঢ়চেতা হতে পারে।

<u>কাজেই আমরা রুব্রিক পাই ঃ</u>

- ভীরুতার সাথে পর্যায়ক্রমে আত্মপ্রত্যয়।
- জেদী, অন্যের ইচ্ছায় বাধা দেয়।
- অবাধ্য।

এলুমিনার একটি কেসের কথা মনে পড়ছে, রোগীটি নিজে নিজে কথা বলত, মনে হত যেন কোন কিছুর সাথে কথা বলছে, বা মনে হত যে সে আবহাওয়া বার্তা পড়ছে; সে যে কথা বলছে তাতে 'আমি' বা 'আমার' এই সর্বনামের ব্যবহার নেই, যেমন সে বলেছিল, "চুলকানির অনুভূতি প্রায় পাগল করা, এটি মুখের একটি স্থায়ী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চুলকানোর পর তা থেকে প্রচুর ঘন রস বের হয়। এটি দেখা দিলে মুখমণ্ডল উজ্জ্বল লাল হয়। সূর্যালোকে এগুলো বাড়ে।" সে প্রচুর যুক্তি দেয়, সীমাহীন যুক্তি, যেন যুক্তি দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে বহাল করা।। যখন কারো অগণিত যুক্তি উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়, তখন বুঝতে হবে তার অস্তিত্ব সে নিজে অনুভব করে না, তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই যুক্তির অবতাড়না।

এলুমিনা বাঁ-হাতি বাচ্চাদের একটি ভাল ওষুধ, যাদেরকে ডান হাতে লিখতে চাপ দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে চাপ দেয়া হচ্ছে নিজস্ব স্বকীয়তাকে সরিয়ে দিতে এবং এর ফলে ওরা বিভ্রান্ত হয়ে যায়. ওরা কি বাঁ-হাতি না ডান হাতি তা নিয়ে। যখন আপনি কোন শিশুকে প্রকৃতিগতভাবে সে যা তা থেকে ব্যতিক্রম কিছু করার জন্য চাপ দেবেন, মনে রাখবেন আপনি এলুমিনা অবস্থাকে ডেকে আনবেন।

<u>রুব্রিক্স ঃ</u>

- গুলিয়ে ফেলা, পরিচিতি, নিজের।
- ভ্রান্তি, মাথাটি অন্য কারো।
- ভ্রান্তি, অস্তিত্ব, নিজের।
- প্রণোদনা, ক্ষতিকর।
- আত্মহত্যার প্রবণতা, ছুরি বা রক্ত দেখে, নিজেকে খুন করার বিভৎস কল্পনা, যদিও এ ধরনের চিন্তা করাকে ঘৃণা করে।
- খুঁতখুঁতে।
- রোগ, ভোগ করতে ঘৃণা।
- অবজ্ঞাকারী।
- জেদী, অন্যের ইচ্ছাকে দমন করে।

<u>কেন্ট ঃ</u>

- শ্বাসরোধ, খাদ্যনালি ফুলে যায়।

<u>ফাটক ঃ</u>

- ভয়, নিজের প্রণোদনায়।
- পায়ের তলা নরম, লোমশ।
- কথা বলে, নিজে নিজে, মনে হয় অন্যের সাথে বলছে।